354944 - করোনা (কোভিড-১৯) এর টীকা তৈরীতে গর্ভপাতকৃত ভ্রূণের কোষ ব্যবহৃত হলে এমন টীকা নেয়ার হুকুম কী?

প্রশ্ন

কোভিড-১৯ এর দুটো টীকার একটিতে (কিংবা উভয়টিতে) গর্ভপাতকৃত ভ্রূণ থেকে গৃহীত টিস্যু ব্যবহার করা হয়। এমন টীকা গ্রহণ করা কি জায়েয হবে?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

টীকা তৈরীতে গর্ভপাতকৃত ভ্রূণ থেকে গৃহীত কোষ ব্যবহৃত হলে—
এমতাবস্থায় আমরা তো এ ভ্রূণের অবস্থা সম্পর্কে জানি না: এ ভ্রূণ কি প্রাকৃতিকভাবে পাত হয়েছে; নাকি শরয়িতের অনুমোদন সাপেক্ষে ইচ্ছা করে পাত করা হয়েছে; নাকি অনুমোদন ছাড়া পাত করা হয়েছে। যে মতটি অগ্রগণ্য হিসেবে ফুটে উঠছে তা হলো এই টীকা নেয়া জায়েয; যেহেতু এর উৎস যে, হারাম তা নিশ্চিত নয়। আর যে কোন কিছুর মূল অবস্থা হল হালাল হওয়া। বিস্তারিত জবাবটি দেখা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

টীকাতে মাতৃকোষ ব্যবহার করার হুকুম

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ও টীকাতে মাতৃকোষ ব্যবহার করতে কোন আপত্তি নেই; যদি এর উৎস বৈধ হয়। যেমন- প্রাকৃতিকভাবে পড়ে যাওয়া ভ্রূণসমূহ কিংবা শরয়িতের অনুমোদন সাপেক্ষে পিতামাতার অনুমতিক্রমে পাতকৃত ভ্রূণসমূহ।

আর উৎস হারাম হলে মাতৃকোষ গ্রহণ করা ও ব্যবহার করা হারাম। যেমন- শরয়িতের অনুমোদনবিহীন ইচ্ছাকৃতভাবে পাতকৃত ভ্রূণ থেকে হলে কিংবা কোষ গ্রহণ করার জন্য কোন দাতা নারীর ডিম্বানু ও দাতা পুরুষের শুক্রাণুর মাধ্যমে উৎপাদিত ভ্রূণ থেকে টীকা তৈরী করা হলে।

এ বিষয়টি ২০০৩ সালে পবিত্র মক্কায় অনুষ্ঠিত রাবেতা আলমে ইসলামী-এর অধিভুক্ত ‘আন্তর্জাতিক ফিকাহ একাডেমী’-র

“মাতৃকোষ স্থানান্তর ও উৎপাদন” শীর্ষক ১৪তম অধিবেশনের সিদ্ধান্তে সবিস্তারে এসেছে। ইতিপূর্বে “মাতৃকোষের হুকুম” শীর্ষক 108125 নং প্রশ্নোত্তরে তা উল্লেখ করা হয়েছে। সে উত্তরটি ও একাডেমীর বিস্তারিত সিদ্ধান্ত পড়ে নেয়া জরুরী।

দুই:

টীকা নেয়ার হুকুম:

ফিকাহ একাডেমীর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে এসেছে যে:

সমস্ত দেশের উপর ভ্রূণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কোষগুলো পাওয়ার জন্য ভ্রূণপাত প্রতিহত করা আবশ্যকীয়। বেআইনীভাবে যে কোষ গ্রহণ করা হয়েছে সেটি ব্যবহার করা বৈধ নয় এবং তাদের সাথে কোষ-ব্যাংকে অংশ গ্রহণ করাও বৈধ নয়। বরং দ্বীনদারির ক্ষেত্রে আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানসমূহ এ দায়িত্ব নেয়া আবশ্যক। এ কোষগুলো সংগ্রহ করতে হবে শরয়ি পন্থায়। এরপর যার প্রয়োজন তার শরীরে কোষটি স্থাপন করা হবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও: যদি এ টীকা তৈরীতে গর্ভপাতকৃত ভ্রূণের কোষ ব্যবহার করা হয়; অথচ আমরা তো জানিনা যে, গর্ভপাতটি প্রাকৃতিক ছিল; নাকি শরিয়তের অনুমোদন সাপেক্ষে ইচ্ছাকৃত ছিল; নাকি অনুমোদনবিহীনভাবে পাত করা হয়েছে। তদুপরি অগ্রগণ্য মতানুযায়ী এমন টীকা গ্রহণ করা জায়েয হবে। যেহেতু এর উৎস হারাম মর্মে কোন নিশ্চিত জ্ঞান নেই। মূল অবস্থা হল: হালাল হওয়া।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।